তারিখ 26 FEB 2016 ... ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ .....

প্রথম আলো

ছয় দফার ৫০ বছর নিয়ে বইয়ের প্রকাশনায় রেহমান সোবহান

বঙ্গবন্ধুর প্রেক্ষাপট ও সময়জ্ঞান প্রখর ছিল

বিশেষ প্রতিনিধি ●

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেছেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য কোনো বিষয়ে নতুন ভাবনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার চেয়ে বেশি জরুরি প্রেক্ষাপট ও সময়জ্ঞান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট ও সময়টা ভালোভাবে বুঝতেন। তাই তিনি পাকিস্তানের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ছয় দফা প্রচার করেছিলেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদের *আমাদের বাঁচার দাবি: ৬ দফার ৫০ বছর* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আলোচনায় রেহমান সোবহান এ মন্তব্য করেন।

বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। আলোচনার শুরুতে বই লেখার প্রেক্ষাপট ও বইটি সম্পর্কে নিজের ভাবনার কথা জানান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হারুন-অর-রশিদ।

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান বলেন, ইতিহাসের শুরু কীভাবে, একটি দেশের জন্ম কীভাবে আর আন্দোলন-সংগ্রামের পর্যায়টা কেমন, তার একটা লম্বা ইতিহাস আছে। আর সেই বর্ণনা বইটিতে আছে। তিনি বলেন, তখনকার নেতৃত্ব বুঝতে পেরেছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালি জাতি সঠিকভাবে গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে না। নিজেদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিজেরা নিতে না পারলে বাঙালি জাতি ভবিষ্যতে এগোতে পারবে না।

১৯৯১ সালের সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রেহমান সোবহান মনে করেন, বিষয়ের প্রেক্ষাপট ও সময়জ্ঞান বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবে বুঝতেন। পাকিস্তানের ইতিহাসের এক ঐতিহাসিক সময়ে তিনি ছয় দফা প্রচার করলেন। ভারতের সঙ্গে '৬৫-এর যুদ্ধে পাকিস্তানের পরাজয়ের পরবর্তী সময়টাকে তিনি বেছে নিলেন। ওই সময় পাকিস্তানের বিরোধী দল আন্দোলনের জন্য মরিয়া হয়ে তাঁকে পাশে চাইলেও তিনি নিজের লক্ষ্যে অটল ছিলেন। ছয় দফাকে '৭০-এর নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগিয়ে বঙ্গবন্ধু গ্রামে গ্রামে পৌঁছে গেলেন। এভাবেই ছয় দফা আসলেই আন্দোলনের জন্য ম্যাগনাকার্টা হয়ে গেল।

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন বাংলাপিডিয়ার প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এম আকাশ।